গাংনীতে বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতক আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া সেই নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। গেল রাত আড়াইটার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট নিয়ে তার মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী জানান, ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুটির নাড়ি কাটা হয়নি। বাগানে ফেলে রাখায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। গেল দুদিন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ইনকিউবেটারে ছিল। গতকাল সন্ধ্যায় কিছুটা সুস্থ হওয়ায় শিশুটিকে আইসিইউতে রাখা হয়েছিল। তবে রাতে হঠাৎ প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুরে মটমুড়া গ্রামের একটি বাঁশবাগান থেকে সদ্য ভুমিষ্ঠ হওয়া কন্যা শিশুটিকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। গাংনী উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সহায়তায় তার চিকিৎসা চলছিল। পরিচয়বিহীন কন্যা শিশুটিকে দত্তক নিতে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে এখনও পর্যন্ত শিশুটির পিতামাতার পরিচয় মেলেনি।

শিশুটির দাফনের বিষয়ে গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী জানান, শিশু কল্যাণ বোর্ডের সিদ্ধান্ত হলে তার দাফন সম্পন্ন করা হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় সপ্তম শ্রেণীতে

পড়ুয়া জিহাদ হোসেন নামে এক স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যু খবর পাওয়া গেছে।

তবে কয়েকদিন ধরে জ্বর থাকায় ডেঙ্গু নাকি সাধারণ জ্বর, নাকি বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে এনিয়ে জনমনে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে । ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের তাহেরহুদা গ্রামে।

জিহাদ হোসেন একই গ্রামের সুরুজ আলীর পুত্র। ছেলেটি সৎ নিষ্ঠাবান এবং ভাল ছাত্র বলে এলাকায় বেশ পরিচিতি ছিল।

স্থানীয় এবং স্বজনদের কাছ থেকে জানা গেছে, বিগত কয়েকদিন ধরে জিহাদের জ্বর হয়েছিল। গত শুক্রবার ২৬ সেপ্টেম্বর জিহাদ ক্লান্ত ও জ্বর অবস্থায় তাদের নিজের ধান ক্ষেতে বিষাক্ত ঔষধ স্প্রে করতে যায়। এ অবস্থায় স্প্রে করার কারনে তার সারা শরীর ও নাকে-মুখে কীটনাশক ছড়িয়ে পড়ে। কাজ শেষে বাড়ি ফিরে সে বমি করে, বুকে ও পায়ে ব্যাথার কথা বলে, সেই সাথে শরীরে জ্বরের তীব্রতা দেখা দেয়, আস্তে আস্তে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।

একদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে তার পরিবার তাকে নিকটস্থ স্বাস্থকেন্দ্রে নিয়ে যান। রুগীর অবস্থা হঠাৎ বেশি খারাপ হওয়ায় এবং অত্যাধিক শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যাথার কারণে তাকে রেফার্ড করা হয় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে।

জিহাদের বাবা সুরুজ আলী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, আমার ছেলে মাঠ থেকে ফিরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা তাকে দ্রুত চিকিৎসা করার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করি কিন্তু আমার পুত্রের আর শেষ রক্ষা হলো না। অবশেষে মঙ্গলবার ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ৩ তিনটার দিকে সে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে।

৭ম শ্রেণির মেধাবী এই শিক্ষার্থী জিহাদের অকাল মৃত্যুতে গভির শোক জানিয়েছেন আন্দুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদুল হক টিটু, সহকারী শিক্ষক ইমরুল কায়েস। এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ শহিদুল ইসলাম বলেন, আমাকে কেউ জানায়নি, তবে আমি লোকমুখে শুনেছি বিষয়টি খোজ নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। জিহাদের অকাল মৃত্যুতে তার সহপাঠি ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলো যুবক

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের পারলক্ষ্মীপুর ঘোষপাড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন এক যুবক। তবে চিকিৎসকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তিনি বর্তমানে শঙ্কামুক্ত হয়ে সুস্থ জীবনে ফিরেছেন।

ঘটনাটি ঘটে গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঞ্জুরুল ইসলাম (২৮) নামের ওই যুবক এলাকায় ডিস লাইনের কাজ করার সময় অসতর্কভাবে বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে কাজ করছিলেন। হঠাৎ বিদ্যুতায়িত হয়ে তিনি খুঁটির সাথে ঝুলে পড়েন। মুহূর্তেই এলাকাবাসীর চিৎকারে সহকর্মীরা তাকে নিচে নামিয়ে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান, “মঞ্জুরুলকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। দ্রুত চিকিৎসা শুরু করার ফলে তার জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।” বর্তমানে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত। সুস্থ হওয়ার পর মঞ্জুরুল সাংবাদিকদের বলেন, “আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি বেঁচে গেছি। ভবিষ্যতে আর কখনো ঝুঁকি নিয়ে কাজ করব না।”

এই ঘটনায় এলাকাবাসীও শিক্ষাগ্রহণ করেছে। তারা জানান, বিদ্যুৎ ও ডিস লাইনের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় তরুণ রাকিবের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় রাকিব হোসেন
(১৮) নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনি গ্রামের মো. হাসান উদ্দিনের ছোট ছেলে রাকিব হোসেন গাংনি থেকে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন।

গতকাল শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে গাংনি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের কাছে তার মোটরসাইকেলের সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা থেকে দ্রুতগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ হয়।

স্থানীয় লোকজন রাকিবকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। তবে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহে মোবাইল চুরি সন্দেহে গণপিটুনির দুইদিন পরে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহে মোবাইল চুরি সন্দেহে গণপিটুনিতে সুজন (৩৫) নামে এক যুবকের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। সুজন শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে এবং বর্তমানে ঝিনাইদহ পৌরসভার পাওয়ার হাউজ পাড়ায় স্ত্রী নিয়ে বসবাস করছিল।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা: ফারহানা শারমিন বলেন, এই রোগীকে অজ্ঞাত নামে গতকাল বৃহষ্পতিবার দুপুরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ফিজিক্যাল অ্যাসাল্ট হওয়ার কারণে। তার চিকিৎসা চলছিল। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সে মারা যায়।

জানা গেছে, গত বুধবার ভোরে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ৭ম তলায় রোগীর স্বজনদের মোবাইল চুরির অভিযোগে সুজনকে গণপিটুনি দেয় রোগীর স্বজনরা। তাকে মারধরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। গত বুধবার সকালে তাকে

সদর থানা পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন শুক্রবার হাসপাতাল থেকে বলেন সেদিনই তার স্ত্রীর জিম্মায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে চুরির বিষয়ে বা তাকে মারা বিষয়ে কোন পক্ষই কোন অভিযোগ দেয়নি।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, গতকাল বৃহষ্পতিবার দুপুরে একজন রোগী অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের সিড়ির মধ্যে শুয়ে আছে জানতে পেরে তাকে হাসপাতালে ভর্তির নির্দেশ দিই। তার চিকিৎসা চলছিল। আমি আজ ছুটিতে আছি। দুপুর পৌণে দুইটার দিকে আমার স্টাফরা আমাকে জানান রোগীটি মারা গেছে। তবে গত বুধবার ভোরে মোবাইল চুরি নিয়ে গণপিটুনির বিষয়ে আমার কিছুই জানানেই।

এদিকে, আজ শুক্রবার দুপুরে হাসপাতালে লাশ ঘরে নিহতের মরদেহ রাখা হয়। তবে সেখানে তার কোন আত্মীয় স্বজনকে পাওয়া যায়নি। ঝিনাইদহ পাওয়ার হাউজ পাড়ায় তার শ্বশুর বাড়িতেও যেয়েও তার স্ত্রীকে পাওয়া যায়নি। মরদেহের সুরতহাল তদন্ত করেন সদর থানার এই আই তাইফুল।

এই ঘটনায় আইনী প্রক্রিয়া কি হবে জানতে চাইলে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এই বিষয়ে এখনই বলা যাচ্ছে না।

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আরো ৬ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৬৪৭

গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরো ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে এ সময়ে ৬৪৭ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। মারা যাওয়া ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন নারী ও একজন পুরুষ।

গতকাল বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব

তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়াদের মধ্যে ঢাকা সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৪১ জন। এছাড়া বরিশাল বিভাগে ১০৮ জন, ঢাকা বিভাগে ১০২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৯৬ জন, রাজশাহী বিভাগে ৩৮ জন, খুলনা বিভাগে ৩৭ জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ২৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ১৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে ৮৬ জন পুরুষ ও ৮১ জন নারী। এর আগে, গতকাল বুধবার ডেঙ্গুতে পাঁচজনের মৃত্যু হয়।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ এক হাজার ২১৪ জন এবং ডেঙ্গুতে মোট মারা গেছে ৫৭৫ জন।

সূত্র: কালের কন্ঠ

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্কুলছাত্র রাব্বির মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাব্বি হোসেন (১১) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মাঠপাড়ায় নিজ বাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাব্বি একই গ্রামের কেরামত আলীর ছেলে ও স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সকালে স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল রাব্বি। ঘরের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশের সময় বৈদ্যুতিক তারের লিকেজে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয় সে। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে এমন সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

আলমডাঙ্গায় ট্রেনে কেটে কাঠমিল শ্রমিকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় ট্রেনে কেটে সোহেল আহম্মেদ (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার রাতে আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনের অদূরে লাইনের সিগন্যালের নিকট ডাউন রকেট ট্রেনে কেটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত সোহেল আলমডাঙ্গার গোবিন্দপুর সোহাগ মোড়ের নেপাল আলীর ছেলে। রেলওয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

স্থানীয়রা জানান, আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনের লাইন দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। ডাউন লাইনের সিগনাল এলাকায় পৌঁছালে ট্রেনে কাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। স্থানীয় লোকজনকে জানালে তারা সোহাগ মোড়ের সোহেল আহম্মেদের লাশ বলে শনাক্ত করেন। লাশের পাশে পড়ে থাকা তার ব্যাগে মধ্যে নেশার ইনজেকশন ছিল।

স্থানীয়রাদের ধারণা সোহেল দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিল । হয়তো মাদক সেবনের জন্য রেলস্টেশন এলাকায় যেতে পারে।